তাহাজ্জুদের রাকাত নির্দিষ্ট নয়, কীভাবে আদায় করবেন



ছবি: সংগৃহীত

তাহাজ্জুদ নামাজ রাতের একটি বিশেষ নফল ইবাদত, যা রমজানে আরও বেশি গুরুত্ব পায়। অনেকেই এ নামাজের রাকাত সংখ্যা ও আদায়ের নিয়ম নিয়ে জানতে চান।

তাহাজ্জুদের জন্য নির্দিষ্ট কোনো রাকাত নির্ধারিত নেই এবং সর্বোচ্চ সীমাও নেই। সামর্থ্য ও সময় অনুযায়ী ২, ৪, ৬ বা ৮ রাকাত আদায় করা যায়। সাধারণত শেষে বিতর নামাজ পড়ে ইবাদত সম্পন্ন করা উত্তম।

হজরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ (সা.) রাতের নামাজ কম-বেশি পড়তে উৎসাহ দিয়েছেন এবং শেষ নামাজ হিসেবে বিতর আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

‘তাহাজ্জুদ’ শব্দের অর্থ হলো ঘুম থেকে উঠে রাতের নামাজ পড়া। সাধারণভাবে রাতের কিছু অংশ ঘুমানোর পর এই নামাজ আদায় করা হয়। এশার পর থেকে ফজর পর্যন্ত যেকোনো সময় পড়া গেলেও রাতের শেষ ভাগে আদায় করা সবচেয়ে ফজিলতপূর্ণ।

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদিসে মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আকাশে নেমে এসে বান্দাদের ডাক দেন— কে প্রার্থনা করবে, তার ডাকে সাড়া দেওয়া হবে; কে চাইবে, তাকে দেওয়া হবে; কে ক্ষমা চাইবে, তাকে ক্ষমা করা হবে।

অনেকে কিয়ামুল লাইল ও তাহাজ্জুদকে আলাদা মনে করেন। মূলত কোরআনে রাতের ইবাদতকে ‘কিয়ামুল লাইল’ বলা হয়েছে, যা সাধারণ অর্থে তাহাজ্জুদেরই অন্তর্ভুক্ত। এটি একটি নফল ইবাদত, যা বান্দাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সহায়তা করে।

ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জন্য তাহাজ্জুদ কেবল নামাজ নয়, বরং স্রষ্টার সঙ্গে নির্জন মুহূর্তে আত্মিক সংযোগের এক অনন্য সুযোগ। তাই সামর্থ্য অনুযায়ী রাকাত নির্ধারণ করে মনোযোগ ও আন্তরিকতার সঙ্গে এই নামাজ আদায় করার পরামর্শ দিয়েছেন আলেমরা।